



106526 - তারাবীর নামাযে দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ ও এদের পরযায়ভুক্ত অন্যদের অবস্থা বিবেচনায় রাখা

---

প্রশ্ন

তারাবীর নামাযে দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ ও এদের পরযায়ভুক্ত অন্যদের অবস্থা বিবেচনায় রাখা কি ইমাম সাহেবেরে কর্তব্য?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তারাবী কথিবা ফরয নামায সকল নামাযেরে ক্ষতেরে এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচতি। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তোমাদের কটে যখন লোকদের ইমামত করি তখন সবে যনে হালকাভাবে নামায আদায় করে। কেননা তাদের মধ্যে রয়েছে দুর্বল, শিশু ও প্রয়োজনগ্রস্ত লোক।” তাই ইমাম মুক্তাদদেরে অবস্থা বিবেচনায় রাখবে। রমযান মাসে কয়ামুল লাইল আদায়কালে এবং শেষে দশকে তাদের প্রতি কামলপ্রাণ হবে। মানুষ সবাই সমান নয়। মানুষের মধ্যে রয়েছে নানা শ্রণী। তাই ইমামেরে উচতি তাদের অবস্থা বিবেচনায় রাখা। তাদেরকে মসজিদে আসা ও নামাযে হায়রি থাকার উদ্বুদ্ধ করা। ইমাম যদি নামায দীর্ঘ করে তাহলে তাদের কষ্ট হবে, এটা তাদেরকে নামাযে হায়রি থাকতে নরিৎসাহতি করবে। তাই ইমামেরে উচতি তাদেরকে হায়রি হওয়ার প্রতি উৎসাহ দয়া, নামাযেরে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। এর জন্য নামায সংক্ষিপ্ত করে, দীর্ঘ না করে হলেও। কেননা যবে নামাযেরে মধ্যে খুশু (আল্লাহর ভীতি) থাকে ও ইতমনিান (ধীরস্থিরতা) থাকে সেটো অল্প হলেও এমন নামাযেরে চয়ে উত্তম যবে নামাযে খুশু থাকে না, বিরক্তি ও অলসতা এসে যায়।”[শাইখ বনি বাযেরে ফতোয়াসমগ্র (১১/৩৩৬) থেকে সমাপ্ত]